কোটচাঁদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গুলিসহ রিভলবার উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সেনাবাহিনী ও থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে একটি বিদেশি রিভলবার ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একটি আমবাগান থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন রাতুল ত্রিপুরার নেতৃত্বে এবং কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই ওমর ফারুকের উপস্থিতিতে অভিযান চালানো হয়। স্থানীয়দের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমবাগানে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি রিভলবার এবং তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া রিভলবারে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ লেখা রয়েছে।

অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে কোনো চক্র অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রটি বাগানে লুকিয়ে রেখেছিল। তবে কারা এ অস্ত্র-গুলি রেখেছে তা এখনো জানা যায়নি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি থানায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা জানান, রঘুনাথপুর গ্রামে অতীতে ছোটখাটো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ধরনের ভারী অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে এক কাপড় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে কোটচাঁদপুরে নজরুল ইসলাম (৭০) নামের এক ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর কারিগর পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে খাবার খেয়ে শোবার ঘরে চলে যান নজরুল ইসলাম । এরপর রাতের কোন এক সময় তাঁর নিজের লাইসেন্সকৃত দো-নালা বন্ধুক নিয়ে তাঁর শোবার ঘর থেকে ভবনের নিচের একটি ঘরে যান। পরে ওই বন্ধুক মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করেন। আর ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

এর আগে মোবাইলে শেষ কথা হয়েছিল প্রতিবেশী আলাউদ্দিনের সঙ্গে নজরুল ইসলামের। তিনি বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত তখন ১ টা থেকে দেড় টা বাজে। হঠাৎ ফোন বাজে। রিসিভ করতেই বলেন, বন্ধুকে আমার গুলি ভরা হয়ে গেছে। তুই একটু ৯৯৯ কল কর। এরপর কলটি কেটে দেন তিনি। এ খবরে ওই রাতেই আমি ছুটে আসি নজরুল ইসলামের বাড়িতে। তবে বাড়ির প্রধান ফটক বন্ধ থাকায় ভিতরে যেতে পারিনি। তবে অনেক বার নজরুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে ইয়াসির আরাফাতের মোবাইলে কল করি। এরপর তাদের কোনো সাড়া না পেয়ে বাড়িতে চলে যায়। আর আজ শুক্রবার সকালে জানতে পারি মৃত্যুর খবর।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, ভোর রাতে ছেলে ইয়াসির আরাফাত পিতাকে শোবার ঘরে দেখতে না পেয়ে খুজতে থাকেন। এরপর নিচের ঘরে রক্তাত্ব অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি।

নজরুল ইসলাম (নজু) ছিলেন, কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর কারিগর পাড়ার মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেলে। ৮ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। আর সংসার জীবনে তিনি ছিলেন ৩ ছেলে মেয়ের জনক। পেশায় তিনি ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহের মর্গে পাঠিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না মিয়া বলেন, আমরা জানতে পেরেছি ব্যাংকে লোন ছিল ওনার। সে কারণে হয়তো ওনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা

হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পর এ আত্মহত্যার কারণ বলা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের মৃত্যু

গলায় ফাঁস দিয়ে শিমুল হোসেন (১৯) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সে কাগমারী গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের কাগমারী গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে শিমুল হোসেন (১৯)। সে কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ডের শওকত আলীর ওয়েলডিং কারখানায় কাজ করেন। পেশায় সে ওয়েলডিং মিস্ত্রি। শিমুল রাতে প্রতিনিয়ত দেরিতে ফেরেন। আর কাজ করে টাকা পযসার কোন হিসাব দেন না বাড়িতে।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার রাতে শিমুল বাড়িতে ফিরলে, তাঁর পিতার সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয়। সে ক্ষোভে শিমুল রাতের খাবার খেয়ে তাঁর শোবার ঘরে শুয়ে পড়েন। এরপর রাতে কোন এক সময় তাঁর শোবার ঘরের বাশের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান শিমুলের ভাবী বন্যা খাতুন। লাশ দেখে সে চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ লাশটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টে তেমন কিছু পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখন থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে বিভিন্ন জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫- উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিভিন্ন জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা মৎস্য অফিসের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা মৎস্য অফিসার দ্বীন ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব হাসানুজ্জামান।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আনোয়ার কবির (প্রশাসন-২) কেন্দ্রীয় মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী সিনিয়র পরিচালক, জোবাইদুর রহমান, জেলা মৎস অফিসার ফরহাদুর রেজা, বলুহর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারির সিনিয়র সহকারী পরিচালক মাহাবুবুর রহমান, দোড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেন, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দেশের অন্যতম নদীগুলোর মধ্যে কপোতাক্ষ নদী, চিত্রা নদী, বুড়োর বিল, জলোরের বিল, সরকারি খন্দকার মোশাররফ হোসেন কলেজ পুকুর, বিদ্যাধার পুর আশ্রয়ন প্রকল্পের পুকুরসহ এই ছয়টি জলাশয়ে সর্বমোট ৪২৯ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এর মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেলসহ দেশীয় প্রজাতির মাছ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পরে সচিব মহোদয় কোটচাঁদপুরের শিবনগরে অবস্থিত রাইয়ান জৈব কৃষি প্রকল্পের মুক্তা, মাছ, ফল ও সবজি চাষ ঘুরে ঘুরে দেখেন। মুক্তা চাষ সম্পর্কে সচিব কে বিস্তারিত জানান এবং ঝিনুকের ভিতরে কিভাবে মুক্তা তৈরি হয় সেটা একটা ঝিনুক সিজার করিয়েও দেখান রাইয়ান জৈব কৃষি প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী ডঃ নজরুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ পালন

অভয়াশ্রম গড়ে তুলি”দেশি মাছে দেশ ভরি”এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উৎযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে আজ সোমবার সকালে বলুহর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে বলুহর বাওড়ে গিয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন পরে হ্যাচারি কমপ্লেক্সের ট্রেনিং সেন্টারে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক,জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজুল ইসলাম, মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষক কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দ্বীন ইসলাম,কৃষি অফিসার জাহিদ হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান, মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার ফারুক হোসেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মঈন উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদ আব্দুল্লাহ বাশার, বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনের হৃদয় আহসান, সাংবাদিক আবুল হাসান, রোকনুজ্জামান প্রমুখ।

সে সময় স্হানীয় পর্যায়ে সফল মৎস্য চাষি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ৩ জন কে ক্রেস্ট দেওয়া হয় ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তথ্য কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

এ সময় মৎস্য চাষী, বাওড় ইজারাদার, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উদ্বোধন

পরিকল্পিত বনায়ন করি,সবুজ বাংলাদেশ গড়ি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাদইদহের কোটচাঁদপুরে পাঁচ দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। আগামী ১৭ আগস্ট মেলা শেষ হবে।

আজ বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে এই মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম।

এই মেলায় উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের আয়োজনে সরকারি বেসরকারি ১৭টি নার্সারি স্টল প্রদর্শন করেছেন।এর আগে মেলা স্থল থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা সহকারী বন সংরক্ষক খোন্দঃ গিয়াস উদ্দিন, কোটচাঁদপুর সামাজিক বন কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত শফিকুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার জাহিদ ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম,একাডেমি সুপারভাইজার ফারুখ হোসেন,তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

মেলায় উপজেলার বিভিন্ন নার্সারি উদ্যোক্তারা বাহারি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা প্রদর্শন করেন। এ ছাড়া ছাদবাগানে রোপণ উপযোগী গাছ-গাছালির পসরা সাজিয়েছেন নার্সারি উদ্যোক্তারা।

সুলভ মূল্যে বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিক্রয় করা হবে স্টলগুলোতে।

কোটচাঁদপুরে গলায় উড়না দিয়ে গৃহবধুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে গলায় উড়না দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন প্রিয়া অধিকারী (২২) নামের এক গৃহবধু। তিনি বলুহর রামচন্দ্রপুর হালদারপাড়ার দেবব্রত অধিকারীর স্ত্রী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরের ফ্যানের সাথে গলায় উড়নার ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। নিহতের শ্বাশুড়ি জানান তার ছেলে বউয়ের মাথায় যন্ত্রনা ছিলো, সে কারণে আত্মহত্যা করতে পারে, মায়ের এমন বক্তব্য প্রত্যাখান করে ছেলে দেবব্রত অধিকারী জানান তার স্ত্রীর এমন কোন সমস্যা ছিলো না।

তাহলে আপনার স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করেছেন এমন প্রশ্নে তিনি কোন কারণ জানাতে পরেননি। আত্মহত্যার ঘটনাটি রহস্যজনক বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। এ বিষয়ে কথা বলা হয় কোটচাঁদপুর পৌর ফাঁড়ি ইনর্চাজ জগনাথ চন্দ্র এর সাথে, তিনি জানান আমরা ঘঠনাস্থলে আছি, ঘাসকাটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি। লাশের সুরতহাল করা হয়েছে, লাশটি ময়না তদন্তের জন্য প্রক্রিয়া চলছে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায় সম্প্রতিক সময়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা জুড়ে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আত্মহত্যার প্রবনতা। জানুয়ারী থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত উপজেলায় ২৪৪ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন। আত্মহত্যা প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনসহ উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হলেও কোনভাবেই থামানো যাচ্ছে না আত্মহত্যা।

আত্মহননের চেষ্টায় ব্যর্থ মানুষগুলোর পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে

যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তারা সমাজে অনেক সময় অবহেলার শিকার হন। তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়, তারা স্বাভাবিকভাবে সমাজে মিশতে পারেন না। অথচ এই মানুষগুলোকেই আমাদের আগলে রাখতে হবে। তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশেষ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

জেলা প্রশাসক জানান, বাংলাদেশের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি ঝিনাইদহ জেলায়। এ নিয়ে আমরা প্রতিটি উপজেলায় কাজ করছি। ইতোমধ্যে কয়েকটি উপজেলার কিছু ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যদিও একা আমার পক্ষে জেলার সব ইউনিয়নে গিয়ে সবার কথা শোনা সম্ভব নয়, তবুও উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জীবনকে ভালোবাসুন, আত্মহত্যাকে না বলুন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা সচেতনতামূলক কাজ করছি, এই উঠান বৈঠক তারই অংশ।

উঠান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বসির আহমেদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম এবং বলুহর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ওলিয়ায় বহমান।

উঠান বৈঠকে বলুহর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে গত ২৫ বছরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া মোট ৪৫ জন।

কোটচাঁদপুরে সাপের কামড়ে ১ সপ্তাহে ৩ জনের মৃত্যু

অতি বর্ষণে চারিদিকে থই থই পানি, ভরে গেছে গেড়ে গর্ত, মাটির নিচের সাপ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসছে মানুষের বসত ঘরে। বাড়ছে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা। অসচেতনতা আর অবহেলায় হচ্ছে মৃত্যু।

গত ১ সপ্তাহে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা তিনজন রোগীকেই এন্টিভেনম না দিয়ে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে রেফার্ড করা হয় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে। রেফার্ডকৃত তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুইজনই শিশু। ফলে এলাকায় দেখা দিয়েছে চরম সাপ আতঙ্ক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোটচাঁদপুর বলুহর মাঠপাড়ার মাহতাব উদ্দিনের স্ত্রী নাছিমা বেগম (৪৫) গত মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) রাতে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

একই রাত্রে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার পাকা গ্রামের আসিবুল হকের মেয়ে শিশু রশ্মি খাতুন (৫) কে সাপে কামড়ে দেয়। তাঁকেও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পরপরই তার মৃত্যু হয়।

গত সোমবার রাতে সুতি দুর্গাপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের দুই বছর বয়সী মেয়ে শিশু সাদিয়া খাতুন রাতের খাবার শেষে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকার সময় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।